প্রেক্ষাপট

সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি রোমান, পারসিয়ান আর আরবদের অন্ধকারাচ্ছন্ন সভ্যতার সমন্বয়ে উপস্থিত হওয়া ব্যাপক জাহেলিয়াত আর জুলুমের অবসান ঘটায় ইসলাম। অতঃপর ইসলামী জাতি মানবজাতির নেতৃত্ব দিয়েছে সুদীর্ঘ ১২০০ বছর।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুদীর্ঘ ২৩ বছরের বৈচিত্র্যময়, সংগ্রামী নবুওয়াতী জীবন থেকে সুস্পষ্টভাবে এমন জীবনব্যাবস্থা পাওয়া যায়, যার মাঝে ম্যানিফেস্ট হয়েছে প্রত্যেক জাতি ও প্রজন্মের জন্য দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ, সম্মান ও কর্তৃত্বের রূপরেখা।

এসভ্যতার ফলাফল তো এই ছিল যে,

ব্যাক্তিগতভাবে মানুষ হয়েছে উন্নত চরিত্রের।

সামাজিকভাবে জাতি হয়েছে সুসভ্য, মার্জিত, শৃঙ্খলিত ও পরোপকারী।

ইসলামী প্যারাডাইম/জীবনদর্শনের বাস্তব ও যথাযথ অনুসরণের ফলে, মাত্র অর্ধ-শতাব্দীর মাথায় মানবজাতির ইতিহাসে সবচেয়ে প্রভাবশালী, শক্তিশালী ও সুবিস্তৃত সভ্যতার সাথে পৃথিবীবাসীর পরিচয় ঘটে। প্রবল রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য অবনত হয়েছিল বিশুদ্ধ আকিদা ও নববী মানহাজের অনুসারীদের কাছে।

সপ্তম শতাব্দীর শেষ দিকে ইসলামি কর্তৃত্ব দুনিয়াতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যার নজির ইতিহাসে আগে-পরে আসেনি। যা দীর্ঘায়িত হয় উনিশ শতকের শুরু পর্যন্ত।

ইসলামের এই উত্থান আল্লাহ তা আলা কর্তৃক নির্ধারিত চিরন্তন নিয়মনীতি মেনেই হয়েছিল।

কেননা, কল্যাণ ও উন্নতির সার্বজনীন মূলনীতি অবশ্যই শরঈ মূলনীতির অনুগামীই হয়ে থাকে। যারাই এমূলনীতি মেনে চলবে, তারাই আত্মিক, জাগতিক, পারলৌকিক উন্নতি প্রত্যক্ষ করবে, তাতে সন্দেহ নেই।

অতঃপর, উম্মাহ ক্রমান্বয়ে অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হলো। প্রাচুর্যের ফিতনায় বিস্মৃত ও উদাসীন হলো নিজ আমানতের ব্যাপারে। দুনিয়াতে স্বীয় আদর্শকে প্রবল দেখা কিংবা মানুষের হেদায়াতের কারণ হওয়ার মতো মহান উদ্দেশ্যকে এড়িয়ে পেটপূজা, নারীসঙ্গ আর ক্ষমতা-পদমর্যাদার কাল্পনিক সুখলাভের অসুস্থ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে উঠলো উম্মাহর নের্তৃস্থানীয়রা।

ইসলামী জাতির ইতিহাসে প্রায়ই এমন হয়েছে যে, বাহ্যত মুসলিম হলেও, চাল-চলনে রোমানদের প্রতিভূ হয়ে উঠেছিল মুসলিমদের গুরুত্বপূর্ণ অংশটি।

কিন্তু, আল্লাহ তা আলার বিশেষ অনুগ্রহ এই যে, যখনই উম্মাহর মুহাফেজরা অধঃপতিত হতো, দ্রুতই প্রতিস্থাপনকারী দের আবির্ভাব হতো এবং তারা মানুষের মুক্তির পথের নের্তৃত্বগ্রহণ করতেন।

وَّ يَسۡتَبۡدِلۡ قَوۡمًا غَيۡرَكُمۡ وَ لَا تَضُرُّوۡهُ شَيۡئًا ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ قَدِيۡرٌ

"এবং অন্য জাতিকে তোমাদের পরিবর্তে নিয়ে আসবেন এবং তোমরা তাঁর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ্ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

তাই দেখা গিয়েছে, একের পর এক নতুন নতুন ইসলামী জাতি বা নেতার উত্থান ঘটেছে। যারা ইসলামী সভ্যতার নের্তৃত্ব পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা রাখতো।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, উমাইয়াদের পতনের পর আব্বাসিদের উত্থান হয়েছে। একইভাবে বিলাসিতা আর স্থবির চিন্তায় নিমজ্জিত হওয়ায় আব্বাসিদের নের্তৃত্ব প্রতিস্থাপিত হয়েছে মামলুক, সেলজুক বা উসমানিদের দ্বারা।

কিন্তু, উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া স্থবিরতা, অন্তর্কলহ, সামরিক-রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা এবং পাশ্চাত্যের চিন্তাভাবনা ও পরিকল্পনার ব্যাপারে উদাসীন থাকার ফলস্বরূপ, একের পর এক সামরিক ময়দানে পশ্চিমা শক্তির কাছে পরাজিত হওয়ার অপূরণীয় ক্ষতির শিকার হয় উম্মাহ। ব্যাবসার আড়ালে ক্রমান্বয়ে শক্তি সঞ্চয় করা ইউরোপীয়দের উত্থানের ব্যাপারে বেখবর শাসকবর্গের পতন ছিল সময়ের ব্যাপার মাত্র।

নিজ ভূমিতে গিলোটিন, গণহত্যা আর ধোঁয়াশাপূর্ণ বয়ানের মাধ্যমে ক্যাথলিক শাসনের পতন ঘটায় ইউরোপীয়রা। আধুনিকতা ও যুক্তিবাদের ফেরিওয়ালা ইউরোপীয়রা একই কায়দায় মুসলিম ভূমিগুলোতে কলোনি স্থাপনের পর- ব্যাপক হত্যা, লুটপাট, ট্র্যাডিশনাল প্রতিষ্ঠান নির্মূল এবং স্থানীয় দালালদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে মডার্নিটির বীজবপন করার চেষ্টা করে।

যার ফলে কলোনিয়াল শক্তিগুলো ইসলামী চিন্তাবিদ, উলামা ও নের্তৃত্বকে ঘোর সংশয় ও হতবুদ্ধিকর অবস্থার সম্মুখীন করে ফেলে।

ফলাফল হিসেবে মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিরাট অংশটি ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, বুঝে বা না বুঝে ইউরোপের ভোগবাদী জীবনাদর্শকে এই গ্রহণ করে নেয়। কেউ হয়তো রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, কেউ হয়তো অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, আবার কেউ সকল ক্ষেত্রেই।

তবে, বহুমুখী চেষ্টা সত্ত্বেও, শাসনক্ষমতা আর আইনি কাঠামোর সেকুল্যারাইজেশন সম্ভব হলেও, সামাজিক পর্যায়ে ইউরোপীয়রা নিজ দেশের মতো সফলতা অর্জন করতে পারেনি। অর্থাৎ, ব্যক্তি ও সমাজজীবন থেকে ইসলামকে মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি।

কেননা, ইউরোপীয়দের অতীত হচ্ছে জনগণের উপর ক্যাথলিকদের অত্যাচারের অতীত, ধর্মের নামে শোষণের অতীত।

বিপরীতে মুসলিম ভূমিসমূহের অতীত হচ্ছে ইসলামী ইনসাফ ও আত্মিক উৎকর্ষতার অতীত। কিন্তু, পশ্চিমের মতো সামগ্রিক না হলেও, ইসলামী উম্মাহর দেহে মারাত্মক কিছু ক্ষত তো হয়েছেই! তবে, পশ্চিমাদের মিডিয়া মেশিন, একাডেমিয়া ও রাজনৈতিক উত্তরাধিকারদের ভূমিকায় 'আধুনিক'তার বিষবাষ্প সমাজকে ভারী করে তুলতে থাকে। সৈয়দ আহমদ, জিন্নাহ, সোহরাওয়ার্দী, ভাসানী, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ, আবুল মনসুর আহমদদের মতো রাজাকাদের বদৌলতে বিভ্রান্তির বিষাক্ত বাতাস আক্রান্ত করেছে মুসলিমদের বড় একটি অংশকেই।

ফলে সময়ের সাথে সাথে দেখা যাচ্ছে, উম্মাহ ইসলামী নিজামের পরিবর্তে গণতন্ত্রকে, কুরআনের পরিবর্তে মানবরচিত সংবিধানকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবর্তে রুশো, কান্ট বা কামাল পাশার মতো কুলাঙ্গারদের আনুগত্য করছে। অনুসরণ করছে আলেমদের পরিবর্তে সেকুলার বুদ্ধিজীবিদের।

সমস্যার স্বরূপ চিহ্নিত না হওয়া, শাখাগত ইস্যুতে মশগুল থাকা এবং ইখলাসের পূর্ণতা না থাকায়- অন্তঃসারশূন্য ও ভঙ্গুর পশ্চিমা সেক্যুলার চিন্তাধারা, সংস্কৃতি ও শাসনের প্রভাব আজো বিদ্যমান।

(২)

বলা হয়েছে,

বিগত দুই শতাব্দী থেকে মুসলিমদের প্রধাণতম শত্রু হচ্ছে 'আধুনিক' পশ্চিম ও তাদের দেশীয় দালালরা।

এখন,

এই জীবনদর্শন কেন মুসলিম ভুমিগুলোতে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে? আর এর সাথে মুসলিমদের পতনের সম্পর্কই বা কি? বরং রাজনৈতিক ও সামরিক ময়দানে পিছিয়ে থাকাই কি মুসলিমদের পতনের মূল কারণ নয়?

কোনো দেশ দখলের পর, সেখানে পূর্ব থেকে চলে আসা সমাজব্যবস্থার পতন ঘটাতে, পশ্চিমারা মূলত দুই ধরণের হাতিয়ার ব্যাবহার করা শুরু করে। যা লুই আলথুসারের পরিভাষা থেকে এভাবে উল্লেখ করা যায়-

ক) আদর্শিক হাতিয়ার/ Ideological State Apparatuses (ISA), যা মূলত মডার্নিটির আকিদা। এবং এই আকিদার সম্প্রসারণে কাজে লাগানো হয় শিক্ষাঙ্গন, আইন, মিডিয়া, বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়, রাজনৈতিক দল ইত্যাদি।

খ) দমনমূলক হাতিয়ার/ Repressive State Apparatuses (RSA), যেমনঃ- পুলিশ, কোর্ট, সামরিক বাহিনী, নির্বাহী বিভাগ ইত্যাদি।

আর Despotic regime অর্থাৎ, জালেম শাসনব্যবস্থা ISA এর মাধ্যমে চৌকস ইস্তেমালের মাধ্যমেই সুচারুভাবে, নিয়মিত RSA ব্যাবহার করে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে থাকে।

চিন্তার জগতে এক মুহূর্তের জন্য ফ্ল্যাশব্যাক করে দেখা যাক, ইতিপূর্বে ক্রুসেডার বা তাতারদের সামরিক ও রাজনৈতিক আগ্রাসন ইসলামী জাতি প্রত্যক্ষ করেছে। শ দুয়েক বছর আগের ব্রিটিশ বা ফ্রেঞ্চদের সামরিক আগ্রাসন সে তুলনায় অনেক কম হওয়া সত্ত্বেও, তাতার বা ক্রুসেডারদের প্রভাব এতটা দীর্ঘমেয়াদী ছিল না। তাই নয় কি?

এর মূল কারণই হচ্ছে, তাতার বা ক্রুসেডারদের আদর্শ দ্বারা মুসলিমদের নেতা, আলেম বা সমাজের কেউই অনুপ্রাণিত বা প্রভাবিত না হওয়া।

বিপরীতে, ঔপনিবেশিক শাসনামল থেকেই হাল জামানার ইসলামপন্থীরা পশ্চিমাদের আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত তো হয়েছেই; বরং এই বর্বর আদর্শের তল্পিবাহক হতে জামানার মুসলিমদের বড় অংশটি রীতিমতো প্রতিযোগিতায় লিপ্ত!! যার ফলে ইউরোপীয়দের আদর্শিক আধিপত্য স্বীকার করে নেয়া উম্মাহর নেতা ও আলেমদের পক্ষে সামরিক-রাজনৈতিক আধিপত্য অর্জনে বারবার ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

অথচ, তাতারী বা ক্রুসেডারদের সামরিক শক্তি ও আগ্রাসনের মাত্রা ছিল ব্রিটিশদের চেয়ে বহুগুণ বেশী।

নিজ ভূমিতে খ্রিস্টীয় থিওক্রেসিকে ইতিহাসের ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলা পশ্চিমারা মুসলিম ভূমিসমূহে প্রবেশ করে একই কায়দায় দ্রুততার সাথে নিজেদের আদর্শিক সরঞ্জামগুলো (ISA) গুলো সক্রিয় করে তোলে। যার ফলে বহু বিদ্রোহ-বিপ্লব সফলতার সাথে তারা দমনে সক্ষম হয়। সমাজে তাদের দমনমূলক অস্ত্রের মোকাবিলা মোটামুটি হলেও, আদর্শিক অস্ত্রের বিপরীতে তেমন কোনো প্রস্তুতিই নেয়া হয়নি।

বরং, অন্য ধর্মাবলম্বীদের দেখাদেখি মুসলিম আলেম, নেতা, চিন্তাবিদ ও সাধারণ জনতা ঝাকে ঝাকে "মডার্নিটি"র চাকচিক্যের চোরাবালিতে আটকে যায়!

তাই তো, পশ্চিমারা পালানোর সময়ও বিরোধীদের মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের মাঝেই আদর্শিক দালাল খুজে পেয়ে যায় তারা!!

এবং দিন শেষে, উপনিবেশবাদীরা পরমতসহিষ্ণুতার চাদর গায়ে দিয়ে "ট্র্যান্সফার অফ পাওয়ার" এর নামে ছদ্মবেশী স্বাধীনতা দিয়ে যায় স্বদেশীদের হাতে।

অঢেল রক্তপাত, অজস্র অর্থব্যয় আর অফুরান আত্মত্যাগ সত্ত্বেও ইসলামপন্থীরা আজো ইসলামী শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা থেকে আজো বহুদূরে। বরং, আরো সহজভাবে বললে- উপমহাদেশে সেকুল্যার শাসনের অধীনে ইসলাম ও মুসলিমদের সামগ্রিক অবস্থা কেবল নিম্নগামীই হচ্ছে!

আর এই মর্মান্তিক প্রেক্ষাপটের মূল কারণ পশ্চিমা মডার্নিস্টদের আদর্শিক (জারজ) সন্তানদের চিনতে না পারা। শুরুতেই আদর্শিক পরাজয় মেনে নিয়ে, সামরিক-রাজনৈতিক প্রস্তুতির বাস্তব ফলাফল আশা করা আসলে "উইশফুল থিংকিং" ছাড়া কিছুই না।

কারণ,

বিগত দুই শতক থেকে ইসলামের বিপরীতে সবচেয়ে সক্রিয় ও ব্যাপক জীবনব্যাবস্থা হচ্ছে 'মডার্নিটি'। আর ক্রমেই এই সংঘাত আরো তীব্র হচ্ছে। আর এই চিন্তাকাঠামো সরাসরি তাওহিদের আকিদার সাথে সাংঘর্ষিক!

ইসলাম বলে,

"ব্যাক্তি, পরিবার, প্রতিষ্ঠান, সমাজ বা রাস্ট্র- সকল কিছুর উপর থাকবে ইসলামী শরিয়াহর কর্তৃত্ব।"

আর মডার্নিটির ভাষ্য হচ্ছে-

"ব্যক্তি, পরিবার, প্রতিষ্ঠান, সমাজ বা রাষ্ট্র- সকল কিছুর উপর থাকবে মডার্নিস্ট বুদ্ধিজীবি ও নেতাদের প্রণীত মানবরচিত আইন।"

- অর্থাৎ, মডার্নিটির চিন্তাকাঠামোতে প্রবেশ মূলত তাওহিদের আকিদা প্রত্যাখ্যান করে শিরকে লিপ্ত হওয়ারই নামান্তর!

মোটকথা, আজ পশ্চিমা 'মডার্নিটি'র বীষে লীন হওয়া উপমহাদেশের, বিশেষত বাংলাদেশের মুসলিমরা আজ এক মর্মন্তুদ প্রেক্ষাপটের মুখোমুখি। যেখানে অধিকাংশ মুসলিম দাবীদারের,

ব্যাক্তিজীবনে ইবাদতের মাধ্যমে তাকওয়া ও ইতমিনান অর্জনের আকিদার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে "ভোগবাদ" (Utilitarianism)।

সামাজিক জীবনে ইসলামী মূল্যবোধের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে উদারনৈতিকতাবাদ (Liberalism) দ্বারা।

অর্থনৈতিক জীবনে ইসলামী মূল্যবোধের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে পুজিবাদ।

রাজনৈতিক জীবনে শরীয়াহর শাসনের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে সেক্যুলারিজম।

ঐক্য, আনুগত্য ও শত্রু-মিত্র নির্ণয়ের আকিদা "আল ওয়ালা ওয়াল বা'রা" আর নেই! সেখানে জায়গা করে নিয়েছে জাতিরাষ্ট্র। (Nationalism)

ব্যাবস্থাপনাগত বিষয় ও নেতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমানতদার, পরহেজগারদের মাশোয়ারার পরিবর্তে চর্চিত হচ্ছে নির্বাচন ও গণতন্ত্র!

উল্লেখ্য, ব্যাক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ময়দানে ইসলামের প্রতিস্থাপনকারী দর্শন ভোগবাদ (Utilitarianism), উদারনৈতিকতাবাদ

(Liberalism), পুজিবাদ (Capitalism), ধর্মনিরপেক্ষতা (Secularism) ও জাতীয়তাবাদ (Nationalism)- এসবই 'মডার্নিটি' নামক ধর্ম/সেন্ট্রাল ডোমেইনের বিভিন্ন উপাদান। আরো বোধগম্য করলে বললে এগুলো হলো "আরকানুল হাদাছা" বা "মডার্নিটির বুনিয়াদ বা রুকনসমূহ"।

আর প্রতিটি দর্শনই স্বতন্ত্রভাবে "তাওহীদ"এর আকিদাকে প্রত্যাখ্যান করে।

পরিশেষে,

পশ্চিমা ধাচের "আধুনিক" রাষ্ট্রের আদর্শিক হাতিয়ার - 'মডার্নিটি' নামক নব্য শিরকের ব্যাপারে অজ্ঞ ও গাফেল হয়ে, তাওহিদের আকিদার সাথে কম্প্রোমাইজ করে, আদর্শিকভাবে পক্ষাগাতগ্রস্ত কোনো গোষ্ঠীর পক্ষে সামরিক বা রাজনৈতিক ময়দানে সাফল্য লাভ সম্ভব নয়।

আদর্শিক সংঘাত আর নিছক রাজনৈতিক সংঘাত কখনই এক নয়। তাওহিদের আকিদা পরিত্যাগ করে ইসলামের নের্তৃত্ব দেয়ার চিন্তা 'মরুভুমিতে নৌকা চালানো'রই নামান্তর।

এবাস্তবতা উপলব্ধি ও চিহ্নিতপূর্বক, যথাযথ ও আন্তরিক মেহনত ব্যাতীত ইসলামপন্থীদের জন্য কার্যকর ফলাফল অর্জন অসম্ভবই বলা চলে!

কেননা,

ধারাবাহিকতার সাথে মারাত্মক পর্যায়ের "আদর্শিক দেউলিয়া"তে পরিণত কোনো আক্রান্ত জাতির পক্ষে সামাজিক শক্তি অর্জন অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপারই বটে।

আর সামাজিক শক্তি অর্জন ব্যাতীত রাজনৈতিক বা সামরিক ময়দানে প্রভাব বিস্তার অসম্ভব।

আর নূন্যতম রাজনৈতিক প্রভাব ব্যাতীত কর্তৃত্বের পথ দুর্গমই রয়ে যায়!

একবিংশ শতাব্দীতে আরব, আফ্রিকা ও মধ্য এশিয়াতে ইসলামী জাতির পুনরুত্থানের প্রাক্কালে, উপমহাদেশে ইসলামপন্থী ও মুসলিমদের প্যারাডক্সিকাল প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করা হচ্ছে- "ইসলামপন্থা" বইটি।

فَهَلۡ مِنۡ مُّدَّكِرٍ

"অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?"